মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার

মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মিস লুৎফুন নাহারকে পদায়ন করা হয়েছে। মেহেরপুরের বর্তমান জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালামকে নড়াইল জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসককে বদলি করা হলো। গত ২৫ আগষ্ট ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালামকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করে সরকার।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

রবিবার (৯ নভেম্বর) সকালে তিনি ব্র্যাক সিড ফার্ম, চাঁদবিল, আমঝুপিতে যান। সেখানে তিনি ব্র্যাকের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ফার্ম ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে বীজের গুণগত মান, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

এরপর জেলা প্রশাসক ব্র্যাক সদর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবিকাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যক্ষ্মা থেকে আরোগ্য লাভ করা কয়েকজন রোগীর খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যেখানে মাঠকর্মীরা রোগীদের শনাক্ত করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ব্র্যাক বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ ও রোগীদের চিকিৎসার ফলোআপ নিশ্চিত করে থাকে।

এ সময় জেলা প্রশাসক ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কেও ধারণা নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আরএম (এমএফ দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এআরএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ রবিউল ইসলাম, এএম (এমএফ দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, ইউএএম সমীর কুমার বিশ্বাস, এএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ আইয়ুব আলী, ডিএম (টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস এবং ব্র্যাক সিড ফার্ম ম্যানেজার মোঃ আজাদ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনীতে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামের তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির তৃতীয় ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে নরমাল ডেলিভারিতে।

তাদেরকে শুভেচ্ছা উপহার দিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

শনিবার (০১ই নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম নেয়া ওই দম্পতির হাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ সহ অনেকেই।
গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির এই ছেলে সন্তানটি জন্ম নেয়। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে শামিম আহমেদ। জেলা প্রশাসকের উপহার পেয়ে নবজাতকের পিতা-মাতা আনন্দিত। তারা বলেন, ইতিপূর্বেও তাদের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে তারাও নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ শেষে বলেন, আমাদের মায়েদের যে ন্যাচারাল উপায়ে সন্তান প্রসবের অর্থাৎ নরমাল ডেলিভারি যেটিকে বলা হয় সেটিতে আমরা সকলকে উৎসাহিত করার জন্য যেখানে নরমাল ডেলিভারিতে বাচ্চা হবে সেখানে আমরা উপহার নিয়ে যাব। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই উদ্যোগটি নিয়েছি। উপহারের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে ওই বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন এর কার্ডটি তাৎক্ষণিক উপহারের সাথে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে কৃষক দলের স্মারকলিপি

মেহেরপুর জেলায় রাসায়নিক সার সংকটের কারণে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা কৃষকদলের নেতারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডক্টর আব্দুল সালামের নিকট মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে এই স্মারকলির প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, মেহেরপুর জেলা কৃষি প্রধান, এই জেলার অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবন জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল, শুধু তাই নয় এই জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাকে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিশেষ করে সবজি সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রন করে। বেশ কিছু দিন ধরে মেহেরপুরের বিভিন্ন জয়গায় সার সংকটের কারনে হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদে কৃষকদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। চলমান মৌসুমে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সারের সংকট হচ্ছে বিশেষ করে ইউরিয়া, টি এস পি, ডেপ, পটাশ, সার সরবরাহের অপ্রতুলতা কৃষকদের দিশেহারা করে তুলেছে যদিও কিছু জায়গায় পওয়া যাচ্ছে তা নির্ধরিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে কিন্তে হচ্ছে। যদি এই সার সংকট ও মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থকে তাহলে এই অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন ঘাটতি ও হুমকিতে পড়বে।

স্মারকলিপির কপিতে আরও বেশি কিছু বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, ১.সার সংকটের মূল সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা। ২. মেহেরপুর জেলা কৃষি জমি ও মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনিয় সারের লক্ষমাত্রা নির্ধারন। ৩. সার ডিলারদের নিয়ন্ত্রণ করা ও প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার সরবরাহ করা। ৪. বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির সহোযোগিতা নেয়া।

মুজিবনগরের বল্লভপুর হাসপাতাল ও পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর হাসপাতাল ও বল্লভপুর পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টাই মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের বল্লভপুর হাসপাতাল এবং বল্লভপুর পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

তিনি বল্লভপুর হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের বৃদ্ধাশ্রমে

থাকা বৃদ্ধদের সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরামর্শ দেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে বল্লভপুর দাসপাড়া মন্দিরে যান এবং আগামী শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, শিক্ষা ও আইসিটি এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) তাজওয়ার আকরাম সাকাফি ইবনে সাজ্জাদ ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

তিন মাসের মধ্যে মেহেরপুরে সাক্ষরতার হার শতভাগ নিশ্চিত করা হবে

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর যেমন আপনাদের, তেমন আমারও। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংবাদিকরা অনলাইন জুয়া, কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতি, শহরের ভেতর ট্রাক চলাচল, বাল্যবিবাহ, তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা, সরকারি হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিসের দুর্নীতি, ক্লিনিক ও ল্যাবের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি এবং সার নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি বলেন, আমি জানি না কতদিন এখানে থাকব,

কিন্তু আমি চাই মেহেরপুরের উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে।

জেলা প্রশাসক জানান, শিক্ষার হার বাড়াতে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেহেরপুরের শতভাগ মানুষকে অন্তত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, শহরে দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কৃষিক্ষেত্রে সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে এবং ডিসি ইকোপার্ক, শিল্পকলা একাডেমি ও ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন অরন্য, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, দৈনিক কাল বেলার জেলা প্রতিনিধি রাফি, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ, বাসস জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর যেমন আপনাদের, তেমন আমারও। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংবাদিকরা অনলাইন জুয়া, কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতি, শহরের ভেতর ট্রাক চলাচল, বাল্যবিবাহ, তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা, সরকারি হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিসের দুর্নীতি, ক্লিনিক ও ল্যাবের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি এবং সার নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি বলেন, আমি জানি না কতদিন এখানে থাকব, কিন্তু আমি চাই মেহেরপুরের উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে।

জেলা প্রশাসক জানান, শিক্ষার হার বাড়াতে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেহেরপুরের শতভাগ মানুষকে অন্তত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, শহরে দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কৃষিক্ষেত্রে সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে এবং ডিসি ইকোপার্ক, শিল্পকলা একাডেমি ও ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক,দৈনিক কাল বেলার জেলা প্রতিনিধি রাফি, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ, বিএসএস এস জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা

উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছে আশা’র কম্বল হস্তান্তর

ঝিনাইদহে সুবিধাবঞ্চিত শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে ৫০০ শত শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা।

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কম্বল হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কম্বল গ্রহণ করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, আশা’র সিনিয়র এডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম, জেলার সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার হাফিজুর রহমান, আরএম কাজী ফজলুল হকসহ অন্যান্যরা।

সেসময় আশা’র কর্মকর্তারা বলেন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ আত্বনির্ভরশীল ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আশার নিজস্ব অর্থায়নে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৫’শতাধীক শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। আগামীতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শনে

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এসময় সাথে ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মমতাজ মহল ও সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন কালে প্রথমেই জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর।

মডেল থানা পরিদর্শন কালে থানার সকল পুলিশ সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি।

এ সময় জেলা প্রশাসককে দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। মডেল থানা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, জেলার আইন শৃঙ্খলা সমুন্নতি রাখতে জেলা প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। থানায় এসে যেনো কোন সেবা গ্রহীতা বিড়ম্বনা ও প্রতারণার স্বীকার না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। জনগণ ও পুলিশের সম্পর্ক ভালো থাকলে এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আলমডাঙ্গার

বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম (সেবা) আলমডাঙ্গার শ্রী শ্রী রথতলা দুূর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন।

পূজা মন্ডব পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, এখানে সকলে মিলে যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে, এখানে কেউ যদি সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাই আমরা কঠোর হস্তে তা দমন করবো ।

পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩২ টি পুজা মন্ডপে দুর্গা পুজা হচ্ছে, প্রতিটি মন্দিরে পুলিশ আনছার ভিডিপির সদস্য বৃন্দ মন্দিরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে, আপনারা শান্তিপুর্ণ ভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করবেন, কোন সমস্যা দেখলে আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন, আমরা তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নেবো।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম, জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আবু তালেব, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া ও পরিদর্শক অপারেশন আসগর আলী।

কর্মকর্তাবৃন্দ রথতলা মন্দির প্রাঙ্গণে পরিদর্শনে আসলে মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সম্পাদক আশিম কুমার সাহা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তারা মন্দির প্রতিমা পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দ আলমডাঙ্গা স্টেশন পাড়া মন্দির, বাবুপাড়া দুর্গা মন্দিরে বেশ কিছু সময় কাটান এবং মন্দিরের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। জেলা প্রশাসন পরে ক্যানেল পাড়া মন্দির ও কালিদাসপুর দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন।এর আগে জেলা আনছার ভিডিপির কমান্ডান্ড ফারুক হোসেন, উপজেলা আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম মন্দির পরিদর্শন করেন।